বাংলাদেশের অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ।

কথায় বলে হাতী ফাঁদে পড়লে চামচিকায়ও নাকি লাথি মারে। বর্তমানে বাঙ্গালী আমজনতা চামচিকার লাথি খাওয়ার অবস্থায় আছে। বিগত ১৯৭৫ সালের বিয়োগান্ত ঘটনার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলুণ্ঠিত করে বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি অংশ বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী ও রাজাকারদের সাথে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশকে লুটের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে। বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করে গণতন্ত্র হত্যা করেছে অভিযোগ তুলে গণতন্ত্র উদ্ধারের নামে তাকে হত্যা করে দুই সামরিক শাসক ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ১৫ বছর সামরিক শাসন চালায়। অতপর গণদাবীর মুখে নির্বাচন দিয়ে, ১৯৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত বিগত ১০ বছর গণতন্ত্রের পুতুলখেলা খেলা হয়। বিগত ২০০১ সালের নির্বাচনে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র প্রয়োগ করে কালো টাকার নির্বাচনে স্বৈরতান্ত্রিক ভাবে দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করে গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলে প্রচার চালানো হচ্ছে।

জোট সরকারের কোটিপতি প্রধানমন্ত্রী (যিনি ছেড়া গেঞ্জি ও ভাঙ্গা সুটকেইসের মালিক ও সামরিক শাসকের স্ত্রী), কোটিপতি মন্ত্রী, পাতিমন্ত্রী ও তদীয় সংসদ সদস্যরা জোট সরকারের সাফল্য ও দেশের উন্নতির কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলছেন। দেশের ৯৫% আমজনতার উন্নতি না হলেও ৫% লোক আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠছে। যিনি একটা গাড়ীর মালিক ছিলেন, তিনি ১০টি গাড়ীর মালিক, দুইটি বাড়ীর মালিক আজ ২০টি বাড়ীর অধিকর্তা, এক কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স এখন ৩শ কোটি টাকায় পরিণত। অপরদিকে জোট সরকারের চার বছরের সফলতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ৯৫% মানুষ বলবে বিগত চার বছরে তাদের জীবন আরো সঙ্কটময় হয়েছে। সঙ্কট আরো গভীর হয়েছে। দেশের মানুষ আজ দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

দেশ আজ অর্থনৈতিক ভাবেই সঙ্কটাপন্ন। তাছাড়াও বিগত চার বছরে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে এটাকে একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে আরো গভীর করে দেশকে সশস্ত্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তির ক্ষেত্রে পরিণত করে দিয়েছে জোট সরকার। বিভিন্ন সময়ের বোমাবাজি এবং সিরেজ বোমা হামলায় সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে সশস্ত্র সাম্প্রদায়িক শক্তির

নেটওয়ার্ক একটি রাজনৈতিক এজেন্ডা নিয়ে দেশের বিরুদ্ধে, দেশের সংবিধানের বিরুদ্ধে, দেশের আইন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সামাজিক সম্প্রীতির বিরুদ্ধে এবং যে লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার ভিত্তি রচনা করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে, অর্থ্যাৎ এক কথায় গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সবকিছু ধ্বংস করে দেশে একটি তালেবানী রাজত্ব বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। দেশের এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হলো জোট সরকারের সাফল্য। তাই এর দায়দায়ীত্ব জোট সরকার এড়াতে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তির একাংশ ও লুটেরা শ্রেনী নিয়ে সামরিক ছাউনিতে বিএনপির জন্ম। লুটপাট, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ বিএনপির শিরায় শিরায়। ক্ষমতার লোভে বিএনপি জোট গঠন করেছে জামায়াতে ইসলামীর সাথে। জামাত জন্মলগ্ন থেকে বৃটিশের টাকা খেয়ে তার দালালী করেছে। পাকিস্তানী টাকা খেয়ে জামাত দ্বিজাতি তত্ত্বের দালালী করেছে। আমেরিকার পরামর্শে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এখন আমেরিকার টাকা খেয়ে এ দেশে রাজনীতি করছে। সংগঠনটির বিভিন্ন কর্মকান্ডে দেশবাসীর কাছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দেশীয় অর্থনীতিবিদদের জরীপ অনুযায়ী জামাতের বাৎসরিক আয় হলো ১২শ কোটি টাকার বেশী। আলোচ্য টাকার উৎস হলো আমেরিকা ও আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ। আমেরিকার সনদপত্র অনুযায়ী জামাত কোন মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক দল নয়, এটা একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। বর্তমান সিরিজ বোমা হামলাকারীদের আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা সংক্রান্ত বক্তব্য ও দাবী-দাওয়া দেশে রাজনৈতিক বিবাদ হিসাবে আবির্ভূত হলেও অতি সম্প্রতি মার্কিন ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের বক্তব্য অনুযায়ী বাংলাদেশে এ ধরণের কোন বিপদ নাই। কারণ বাংলাদেশ একটি মডারেট মুসলিম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জামাতের কর্মকান্ডে মার্কিনীরা সন্তুষ্ট। জামাতের সাথে মার্কিণীদের যোগসাজশের আরো বহু প্রমান রয়েছে।

জামাত নামের এই রকম একটি সংগঠনের সাথে জোট গঠন করে বিএনপি বর্তমান সরকার পরিচালনা করছে। সশস্ত্র জঙ্গী উত্থানে নিজ বিএনপি দলীয় কয়েকজন মন্ত্রীর সম্পৃক্ততার কথা বললেও

সাংসদ আবু হেনার বিরুদ্ধে দলীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। কিন্তু জামাতের সম্পৃক্ততার কথা যখনই প্রকাশ করলেন, তখনই তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হলো। এটা এখন পরিষ্কার, মন্ত্রীসভার ভিতর থেকে সামরিক-বেসামরিকসহ সকল প্রশাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে জামাত অনুপ্রবেশ করে তথাকথিত ইসলামী বিপ্লবের আয়োজন সুসম্পন্ন করেছে এবং বিভিন্ন নামের কয়েক ডজন আউটফিট তৈরী করেছে। ফলে বোমা হামলায় গ্রেফতারকৃতরা সকলেই একবাক্যে বলেছে যে, তারা জামাতের দ্বারা অনুপ্রণিত এবং সাংগঠনিক ভাবে জামাতের সাথে জড়িত ছিল বা আছে।

জামাতিদের অনুপ্রবেশের পাশাপাশি দলীয়করণের মাধ্যমে বিএনপি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রকে দুর্নীতিগ্রস্থ করে ফেলেছে এবং দেশে ভোগবাজ ও প্রদর্শনবাজ সৃষ্টি করে সব কিছুকে পণ্যে হিসাবে দেখে কেনা-বেচার সামগ্রীতে পরিণত করেছে। যে কোন উপায় অর্থোপার্জন বিএনপির নীতির ফলে শিক্ষিত যুব সমাজের নৈতিকতার স্খলন ঘটিয়ে তাদেরকে লুটেরা সন্ত্রাসীতে রূপান্তর করা হয়েছে, ফলে অর্থলোভে একজন অপরজনের গলায় ছুরি চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষ ঘুষ ছাড়া প্রশাসনিক কোন সেবা পাচ্ছে না। মুক্তবাজার অর্থনীতির দর্শন হলো লুটপাট, দুর্নীতি বা যে কোন পন্থায় অর্থ উপার্জনীয় অপরাধকে তুচ্ছ হিসাবে দেখা। মুক্তবাজার অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেশের ভবিষ্যৎকে বিএনপি অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সুস্থ মানসিকতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গড়ে উঠার সকল সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

জোট সরকার দেশের ভিতর অর্থনৈতিক বৈষম্য আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে। উত্তর বঙ্গে মঙ্গা চলছে। দেশের পার্লামেন্টে ক্ষুধার্থ মানুষের কথা আলোচনা হয় না, সেখানে আলোচনা হয় কোটিপতি এম.পি, মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কম বেতন-ভাতার কথা। বিদেশীরা যখন জিজ্ঞাসা করে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ এক ডলারের কম আয় করে অর্ধাহারে অনাহারে আছে তখন তাদের লজ্জা হয় না। কিন্তু ৫০০ ডলার বেতনের কথা বিদেশীদের কাছে বলতে তাদের লজ্জা লাগে। তাই তাদের বেতন-ভাতা ৩০-৪০% বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করে দেয়া হয়।

দেশে চালের অভাব, তাই অর্থমন্ত্রী দেশবাসীকে বাঁধাকপি বা কচু ঘেচু খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন এগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমান আয়রণ আছে। সন্ত্রাসীর গুলিতে মানুষ মরলো, কিন্তু মন্ত্রী বললেন,

আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়েছে আমি কি করবো। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনের কথা বললে, বলা হয় আমরাতো বাজার নিয়ন্ত্রন করবো না। বাজার নিয়ন্ত্রন বাজার নিজেই করবে। এই কথা বলে সরকার অসাধু মুনফাখোরদের সুযোগ করে দিচ্ছে। কতোগুলি ব্যক্তির সমষ্টির কারণে দুঃশাসন হচ্ছে না, অর্থনৈতিক দর্শনই হচ্ছে অনুন্নত দারিদ্র দেশের দুঃশাসনের মূল ভিত্তি। বিদ্যমান অর্থনৈতিক দর্শনে সৃষ্ট দেশে বর্তমানে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা অটুট রেখে যে কেউ ক্ষমতায় এলে সেটা অবধারিতভাবে দুঃশাসনে পরিণত হবে।

দেশের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছেঃ- (১) সাম্রাজ্যবাদ, (২) দেশের লুটেরা ধনিক শ্রেনী এবং (৩) উগ্র সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থে। জনগণের এই তিন শত্রুর উপর ভিত্তি করে গত চার বছর বিএনপি-জামাতের দুঃশাসনে দেশ পরিচালিত হচ্ছে। কেবল মাত্র বিএনপি-জামাত অক্ষশক্তিকে অপসারিত করলেই দেশ বিপদমুক্ত হবে না। আলোচ্য তিন শত্রুকে উচ্ছেদ করতঃ বিদ্যমান সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাল্টে ফেলতে পারলেই অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্ত হবে এবং দেশ বিপদ মুক্ত হবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দল দু'টির মধ্যকার মূল পার্থক্য সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কীয় বিষয়, যা ঐতিহাসিক কারনে সৃষ্ট। উভয় দলই লুটপাটের অর্থনীতি চালু রাখতে ইচ্ছুক। লুটপাট হলেই লুটের সম্পদ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ হবে। অর্থ্যাৎ অর্থনীতির ভিতরেই নিহিত রয়েছে নৈরাজ্য ও সংহাত, যা বর্তমানে বাংলাদেশে দৃশ্যমান। বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিএনপি বা আওয়ামী লীগ দ্বারা পাল্টানো সম্ভাব নয়।

জোয়ার ভাটার বাংলাদেশে কখনো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন আবার কখনো পরিষ্কার। অর্থনৈতিক ভাবে বাংলাদেশের আমজনতার এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। কিন্তু এই দিন, দিন নয়, আরো দিন আছে। এই দিনকে নিতে হবে সেই দিনের কাছে। অপশক্তির উত্থান ইতিহাসে বিরল নয়, কিন্তু ইতিহাসে তার পতন অনিবার্য। আইয়ুবের আমলে বাঙ্গালী আমজনতা বর্তমান সময়ের মতো অন্ধকার যুগ দেখেছে। আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালে তার উন্নয়ণের ১০ বছর পূর্তি পালনের তিন মাসের মধ্যে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি হয় এবং ছয় মাসের মধ্যে আইয়ুব খানের পতন হয়।

দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আজ বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে উত্তাপ জন্ম নিচ্ছে, লুটেরা ধনিক শ্রেনী ও তাদের উগ্র ধর্মীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে জনতার ক্ষোভ দ্রুত লয়ে বাড়ছে, বাংলাদেশে আবার একটা গণঅভ্যুত্থানের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। পূর্বের মতো শুধু গদি বদল নয়, এই ক্ষোভকে ১৯৭১ সালের মতো একটি রাজনীতিক শ্লোগানে এনে শোষক ও শাসক পরিবর্তনের কাজে লাগাতে হবে। তবেই আমজনতার অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব হবে।

সেতারা হাশেম ১১/২৬/০৫